নবম-দশমে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক পর্যায়ের ২ হাজার ৬৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিমূলক শিক্ষার আওতাভুক্ত হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের এমপিওভুক্ত অবশিষ্ট ২১ হাজার ১৮৭টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবম-দশম শ্রেণিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালুর লক্ষ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দুটি ট্রেড চালু করলে ন্যূনতম দুজন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর, একজন কম্পিউটার প্রদর্শক এবং একজন ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট/শপ অ্যাসিসট্যান্ট/ কম্পিউটার ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট প্রয়োজন হবে। এ বিবেচনায় ২১ হাজার ১৮৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম ৪২ হাজার ৩৭৪ জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর, ২১ হাজার ১৮৭টি কম্পিউটার প্রদর্শক এবং ২১ হাজার ১৮৭ জন ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট/ শপ অ্যাসিসট্যান্ট/ কম্পিউটার ল্যাব অ্যাসিসট্যান্ট নিয়োগ প্রয়োজন হবে। এ স ব শি ক্ষ ক - ক র্ম চ া রী র এমপিওভুক্তির জন্য সরকারের ব্যয় হবে ১ হাজার ৪৫৬ কোটি ৮১ লাখ ৮১ হাজার টাকা। এসব কোর্স চালুর পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

শেয়ার আগের অংশ